ভাইস-চ্যান্সেলরের কার্যালয়
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ-২২২০

সূত্র নং-

তারিখ : .....

পবিত্র ঈদুল ফিতর ও নজরুল জয়ন্তী উপলক্ষে মাননীয় উপাচার্যের বাণী

ঈদ মোবারক। ঈদ মানে আনন্দ, ঈদ মানে খুশি। দীর্ঘ এক মাস কঠোর সিয়াম সাধনার পর গোটা মুসলিম বিশ্বের ঘরে ঘরে ফিরে এসেছে ঈদ-উল-ফিতরের আনন্দ। তবে এবারের ঈদ বিগত সময়গুলোর চেয়ে কিছুটা ভিন্ন ও ব্যতিক্রম। বছর ঘুরে এবারের ঈদ তখনি মানুষের সামনে এসেছে যখন সারা বিশ্বের প্রতিটা মানুষ করোনা ভাইরাস নামক এক অদৃশ্য শক্তির সঙ্গে অসম লড়াইয়ে লিপ্ত আছে। প্রায় পাঁচ মাসের অধিক সময় পেরিয়ে গেলেও করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এখনো মানুষের করায়াত্তের বাইরে। ফলে সবুজে শ্যামলে ভরা এ ধরীত্রিতে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই মানবজাতি এখন ব্যতিব্যস্ত। সামাজিক দূরত্ব, শারীরিক দূরত্বসহ নানাবিধ স্বাস্থ্যবিধির বেড়াজালে বন্দী মানুষ। আর এসব কারণেই এবারের ঈদ অপেক্ষাকৃত ভিন্ন। ঈদ-উল-ফিতরের মূল আকর্ষণ হলো ঈদগাহে ঈদের নামায আদায় শেষে একে অপরের সাথে মুসাফা ও কোলাকুলি করা, আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশীদের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া। কিন্তু স্বাস্থ্যবিধির কারণে তার কোনোটাই এবার সম্ভব নয়। বরঞ্চ স্বাস্থ্যবিধি মেনে সবাইকে ঈদ উদযাপন করতে হবে। আমিও সবাইকে আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে ও মহান প্রতিষ্ঠান জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে এবারের ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করার আহ্বান জানাই।

এবারের ঈদের দিনটি আরো একটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ২৫মে আমাদের দেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২১তম জয়ন্তী। নজরুল জয়ন্তীকে সামনে রেখে প্রতিবছর জাতীয়ভাবে নানা কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়ে থাকে। জাতীয় কর্মসূচীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রতিবছর ত্রিশালে কবি নজরুলের নামে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনেও জাঁকজমকভাবে নজরুল জয়ন্তী উদযাপন করা হয়। কেননা কবি নজরুলের ছোটবেলার একটি বছর কেটেছে ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলার দরিরামপুর গ্রামে। পরবর্তীতে নজরুল স্মৃতিকে ধারণ করেই ত্রিশালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আমাদের মহান প্রতিষ্ঠান জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই নজরুল জয়ন্তীতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বর্ণাঢ্য ও জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করে আসছিলো। আলোচনাসভা, সেমিনার, মেলা, সিম্পোজিয়াম, আলোকচিত্রপ্রদর্শনীসহ তিন দিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালাতে দেশ বিদেশের অগণিত নজরুল গবেষক, প্রেমী, ভক্তরা সাগ্রহে অংশগ্রহণ করতো। সে সময়ে গোটা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস নজরুল ভক্তদের আনাগোনায় মুখর হয়ে উঠতো। কিন্তু এবার জয়ন্তীতে সেসব আয়োজন স্থগিত করা হয়েছে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকির দরুণ যেকোনো ধরণের সমাবেশ ক্যাম্পাসে পরিহার করা হয়েছে। তবে আমরা জানি ঈদুল ফিতরের সাথে কবি নজরুলের একটি ইসলামি গান খুবই প্রাসঙ্গিকভাবে জনপ্রিয়। সেটি হলো, 'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ।' কানে এ গানের সুর না আসা অবধি যেন ঈদের আনন্দই শুরু হয় না বাঙালির ঘরে। এবারের ঈদে তাই বাড়তি গুরুত্ব হলো ১২১তম নজরুল জয়ন্তী। একই সময়ে ঈদ ও নজরুল জয়ন্তী হওয়ায় জাতীয় কবির নামে প্রতিষ্ঠিত এ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সদস্য হিসেবে আমাদেরকে আরো বেশি গৌরবান্বিত করেছে। কিন্তু এমন গৌরবময় দিন আমরা পালন করতে পারছি না। কারণ আপনারা জানেন, করোনা ভাইরাস অত্যন্ত ছোঁয়াচে। খুব সহজেই একজন থেকে আরেকজনে তা সংক্রমিত হতে পারে। আর সে কারণে এবারের মুজিববর্ষের অনুষ্ঠানমালা, স্বাধীনতা দিবসের আয়োজন রাষ্ট্রীয়ভাবে স্থগিত কিংবা বর্জন করা হয়েছে।

রোজায় নামাজ ও ঈদের মতো ধর্মীয় বিষয়গুলোতেও কড়াকড়ি আরোপ করে সীমিত পরিসরে সম্পন্ন করা হচ্ছে। তাই রাষ্ট্রীয় নির্দেশনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে আমাদের মহান প্রতিষ্ঠান জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জয়ন্তীর বর্ণাঢ্য আয়োজন স্থগিত করা হয়েছে। তবে আগামীতে পরিস্থিতির উন্নতি সাপেক্ষে আয়োজন করা হবে।

দেশের এই কঠিন ও দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে সবাইকে ধৈর্য ধরার আহ্বান জানাই। আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা অবশ্যই এই দুর্যোগ কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবো ইনশাআল্লাহ। আজকের এ বিশেষ দিনে করোনা প্রতিরোধের জন্য সকলকে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার অনুরোধ করছি। পাশাপাশি আক্রান্তদের দ্রুত রোগমুক্তি এবং মৃতদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। আমাদের মহান প্রতিষ্ঠান জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘজীবী হোক।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

প্রফেসর ড. এ এইচ এম মোস্তাফিজুর রহমান
উপাচার্য
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ- ২২২৪

ফোন : +৮৮-০৯০৩২-৫৬২৮৬, ফ্যাক্স : +৮৮-০৯০৩২-৫৬২৭০, Email : mustafiz.sociology@gmail.com
Web : www.ikkniu.edu.bd